



37666 - কোন সবে রযোদার যাকে ইফতার করালে একজন রযোদারকে ইফতার করানোর সওয়াব পাওয়া যাবে

প্রশ্ন

আমরা জানি যে, রমযান মাসে একজন রযোদারকে ইফতার করানোর অনেকে বড় পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হল:

এই রযোদারটা কে? সবে কি এমন ব্যক্তির কাছে ইফতার করার মত কোন কিছু নাই? নাকি সবে পথচারী? নাকি সবে যে কোন ব্যক্তি; এমনকি স্বচ্ছলও হলেও? এ প্রশ্ন করার কারণ হল: আমরা আমেরিকাতে থাকি। এখানের মুসলিম কমিউনিটি লোকেরা স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন। তারা এখানে রযমানের দাওয়াত বনিমিয় করেনে -বাহ্যতঃ যা মনে হয়- গটোরব ও অহংকারেরে প্রত্যাগতি থেকে... (অমুক অমুক চয়ে বশে মইহমানদার করে, অমুক অমুক চয়ে ভাল রান্না করে...)

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রযোদারকে ইফতার করানোর সওয়াব বড়; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘যে ব্যক্তি কোন রযোদারকে ইফতার করাবে তাকে রযোদারের সমান সওয়াব পাবে; তবে রযোদারের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।’ [সুনানে তরিমযি (৭০৮) আলবানী ‘সহীহু তারগীব ওয়া তারহীব’ (১০৭৮)-এ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

এ সওয়াব যে কোন রযোদারকে ইফতার করালেই অর্জিত হবে; সবে রযোদার দরদির হওয়া শর্ত নয়। কেননা এটি দান-শ্রণীয় নয়; বরং উপহার-শ্রণীয়। উপহার দয়ার ক্ষেত্রে উপহারগ্রহীতা দরদির হওয়া শর্ত নয়। বরং ধনী গরীব সবাইকে উপহার দয়া যতে পারে।

তবে যে দাওয়াতগুলোর উদ্দেশ্য— গটোরব ও অহংকারেরে প্রত্যাগতি করা; এমন দাওয়াত নিন্দনীয়। এমন ব্যক্তি দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য কোন সওয়াব পাবে না। এর মাধ্যমে সবে ব্যক্তি নিজেকে প্রভুত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে।

এ ধরণের উদ্দেশ্য থেকে কাউকে দাওয়াত দয়া হলে তার উচিত এমন দাওয়াতে না যাওয়া এবং এতে অংশগ্রহণ না করা। বরং নিজের একটা ওজর পশে করা। পরবর্তীতে যদি এ ব্যক্তিকে গ্রহণযোগ্য সুন্দর পদ্ধতিতে উপদেশ দিতে সক্ষম হন তাহলে সটো করা ভাল। তবে সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলবেন। কামেল ভাষা ব্যবহার করবেন। নরিদষ্টিভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না



করে আমভাবে বলবনে।

কোমল ভাষা, সুন্দর শৈলীর ব্যবহার এবং রুক্ম ও কর্কশ শব্দগুলো পরহির করা উপদশে গ্রহণীয় হওয়ার কারণ। একজন মুসলমি তার মুসলমি ভাই সত্যকে গ্রহণ করুক ও এর উপর আমল করুক এ ব্যাপারে আগ্রহী থাকবনে।

যমেনটানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতনে। তার সাহাবীদের মধ্যে কটে এমন কোন কাজ করে ফলেত যা তিনি অপছন্দ করতনে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সরাসরি সমালোচনা করতনে না। বরং তিনি বলতনে: কছি কছি লোকরে কী হল তারা এমন এমন কাজ করে?

এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ সাধিত হয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।